# ৪৬তম বিসিএস

## প্রিলি ফুল কোর্স

### বাংলা সাহিত্য

**লেকচার: ০৩**

**টপিক:**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক, লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা, শায়ের-কবিওয়ালা ও পুঁথি সাহিত্য। আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্ব, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য, শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা, হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল, মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ, ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

## ❑ উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক

| কবি | কাব্য | পৃষ্ঠপোষক |
|---|---|---|
| কৃত্তিবাস | রামায়ণ | জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ |
| শাহ মুহম্মদ সগীর | ইউসুফ জোলেখা | গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ |
| মালাধর বসু | শ্রীকৃষ্ণবিজয় | রুকনউদ্দিন বারবক শাহ |
| আলাওল | পদ্মাবতী | কোরেশী মাগন ঠাকুর |
| বিজয় গুপ্ত | পদ্মাপুরাণ | আলাউদ্দীন হোসেন শাহ |
| বিপ্রদাস পিপিলাই | মনসা বিজয় | |
| যশোরাজ খান | বৈষ্ণব পদাবলি | |
| জৈনুদ্দিন | রসুল বিজয় | শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ |
| আফজাল আলি | বৈষ্ণব পদ | আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ |
| শ্রীধর দাস | বিদ্যাসুন্দর | |

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

- লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা লোকসাহিত্যের সার্থকভাবে উজ্জীবনের পথদ্রষ্টা।
- **লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ছড়া**। প্রাচীন লোকসাহিত্য সংকলন 'হারামনি'র সম্পাদক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।

লোকসাহিত্য | মুখে | লিখিত

Folklore

লোকসাহিত্য (প্রাচীনতম)

- ছড়া
- গান
- ধাঁধা
- গীতিকা (কাহিনী) (ballad)
- কথা — ৩ প্রকার
  1. রূপকথা (K+Q)
  2. উপকথা (পশু)
  3. ব্রতকথা (শিক্ষামূলক)
- [illegible]
- ডাক ও খনার বচন — লোকশিক্ষা + কৃষি + আবহাওয়া
- প্রবাদ প্রবচন

৩.

নাথ গীতিকা

উত্তরবঙ্গ গীতিকা

১) রাজা মানিকচন্দ্রের গান

২) রানী ময়নামতির গান

* গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস

শ্রেষ্ঠ সংকলক

ময়মনসিংহ গীতিকা

(দ্বিজ) কানাই

শ্রেষ্ঠ

১) মহুয়া

২) দেওয়ানা মদিনা — মনসুর বয়াতি

(৩) [illegible]

(৪) মলুয়া

(৫) চন্দ্রাবতী-নয়নচাঁদ

(৬) দস্যু কেনারাম

(৬) কমলা

(৭) [illegible]

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

১) নিজাম ডাকাতের

২) কাফন চোরা

আলাল দুলাল

মদিনা

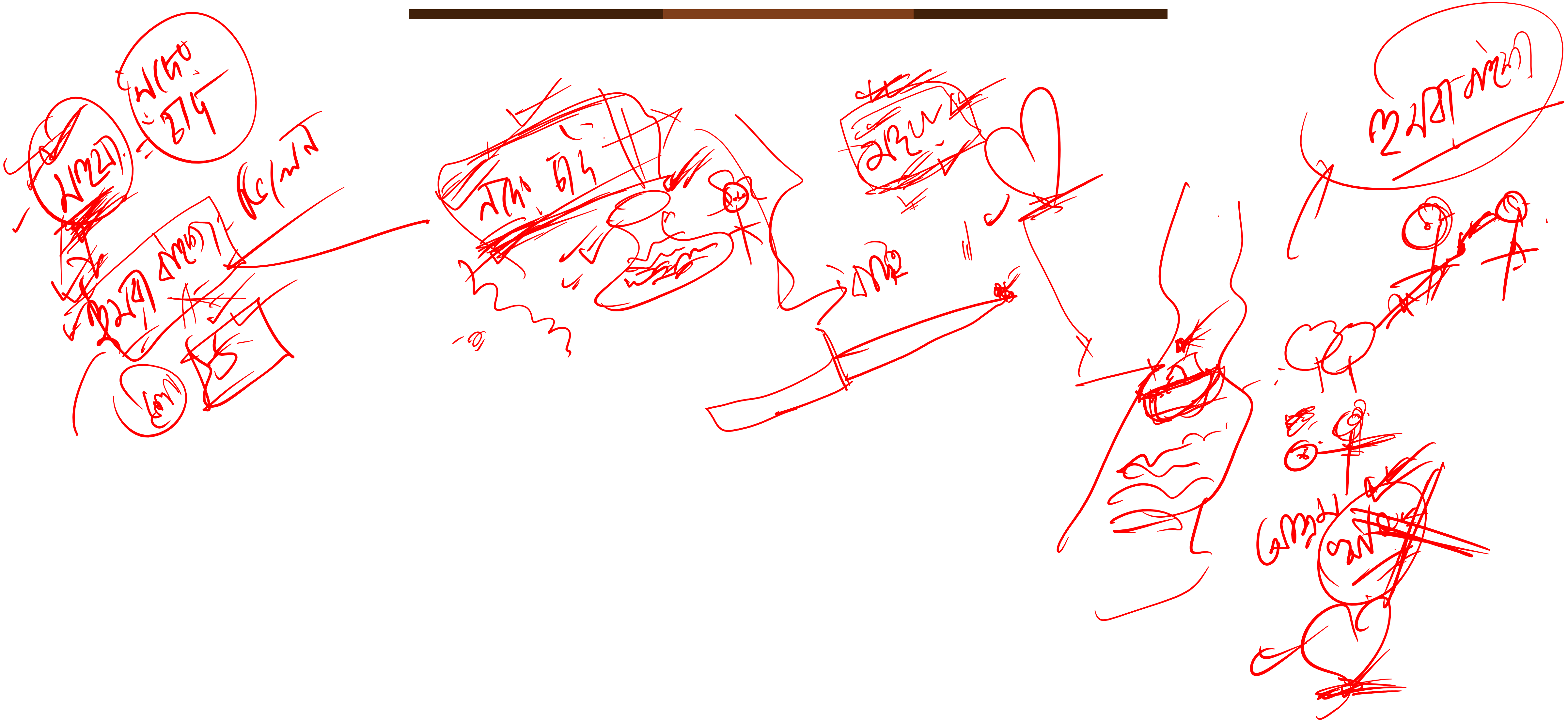

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

❖ **অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য** লোকসাহিত্যকে ৭ ভাগে ভাগ করেন। যথা –

**বাংলা লোকসাহিত্য**

- ১. গীতিকা
- ২. লোককাহিনি/ কথা
- ৩. লোক সংগীত
- ৪. ছড়া
- ৫. প্রবাদ
- ৬. ধাঁধা
- ৭. লোকনাটক

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

**লোকগীতিকা**

- ১. নাথ গীতিকা
- ২. মৈমনসিংহ গীতিকা
- ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

## ❑ নাথগীতিকা/ নাথ সাহিত্য:

✓ এ অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায় ছিল, তাদের আচরিত ধর্মের নাম নাথ ধর্ম। নাথ ধর্মের কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাথ গীতিকার উদ্ভব হয়েছে।

✓ নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **মীননাথ**।

✓ তাঁর আরেক নাম ছিল মৎসেন্দ্রনাথ। গোরক্ষনাথ ছিলেন এই মীননাথের শিষ্য।

➤ **নাথ সাহিত্যের প্রধান শাখা ২টি। যথা –**

| গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস | গোরক্ষবিজয় | মীনচেতন |
|---|---|---|
| ময়নামতি | মাণিক রাজার গান | গোবিন্দচন্দ্রের গীত |
| | ময়নামতীর গান | গোবিন্দচন্দ্রের গান |
| | গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস | গোপীচাঁদের পাঁচালী |

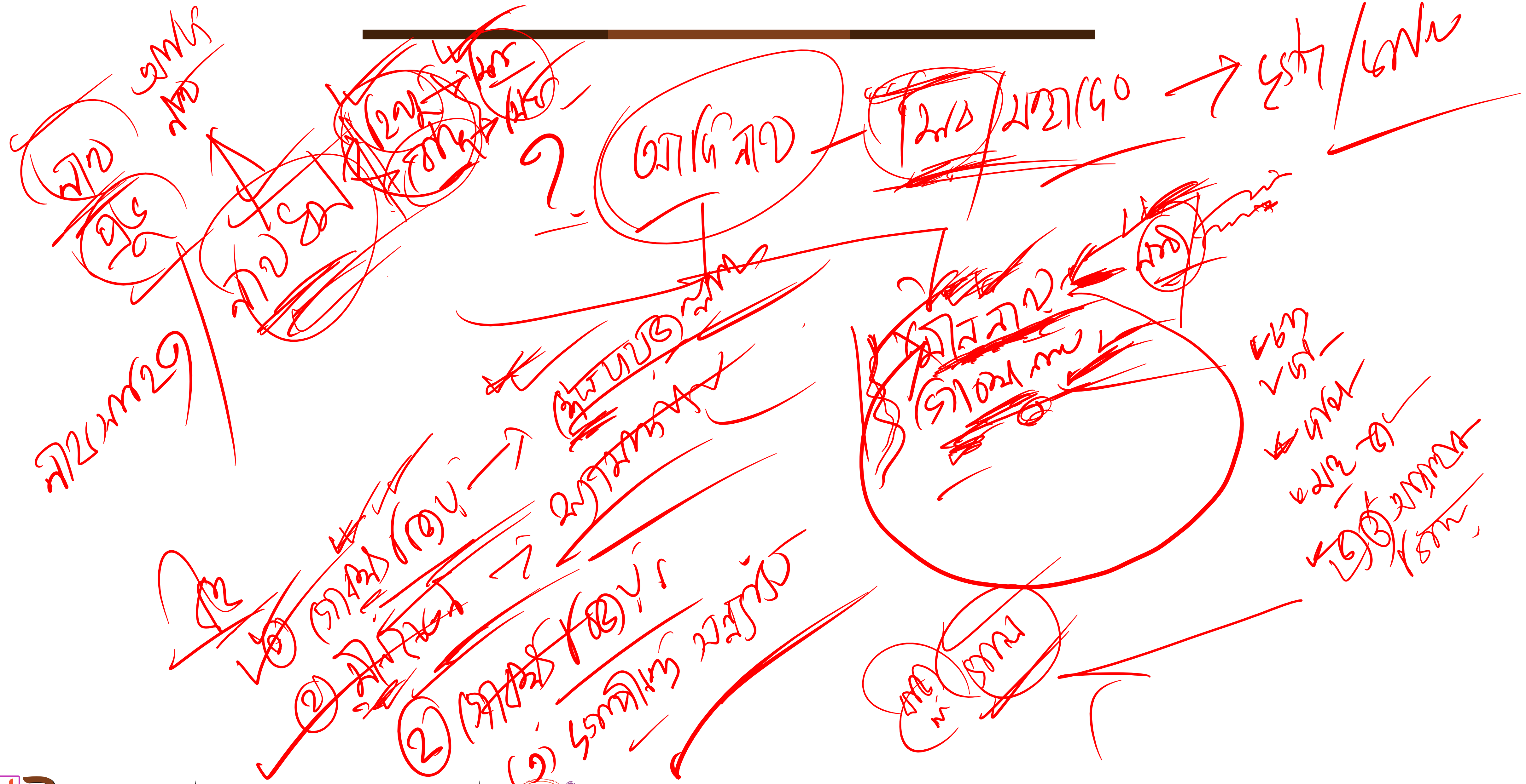

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

## ❑ নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

| গ্রন্থ | কবি ও সম্পাদক |
|---|---|
| গোরক্ষ বিজয় | এটি রচনা করেন নাথগীতিকার প্রধান কবি **শেখ ফয়জুল্লাহ**। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর সম্পদনায় এটি প্রকাশিত হয়। |
| গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস | এই গীতিকা রচনা করেন **শুকুর মাহমুদ**। গীতিকা সম্পাদনা করেন ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। |
| মীনচেতন | এই নাথগীতিকার লেখক ছিলেন শ্যামদাস সেন। |
| গোরক্ষবিজয় | ভীমসেন রায় রচিত এই গীতিকা সম্পদনা করেন ড. পঞ্চানন মণ্ডল। |
| মানিকচন্দ্র রাজার গান | ভাষা বিজ্ঞানী স্যার **জর্জ গ্রিয়ার্সন** রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ১৮৭৮ সালে। |
| গোবিন্দ চন্দ্রগীত | রচয়িতা – দুর্লভ মল্লিক। |
| ময়নামতির গান | রচয়িতা – ভবানী দাস ভীম। |
| সাধনমাহাত্ম্য | রচয়িতা – মকসেদ আলী। |

- নাথসাহিত্যের আরো একজন কবি – সেন রায় শ্যাম দাস।

## ❑ মৈমনসিংহ গীতিকা:

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে **মৈমনসিংহ** গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং তা **'মৈমনসিংহ গীতিকা'**ও **'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'** নামে চার খণ্ডে **১৯২৩ খ্রি.** প্রকাশিত হয়। এই গীতিকা সম্পাদনা করেছিলেন – **চন্দ্রকুমার দে**, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, **জসীম উদ্‌দীন** প্রমুখ। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

- ✓ মৈমনসিংহ গীতিকা **২৩টি** ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
- ✓ মৈমনসিংহ গীতিকায় গীতিকা রয়েছে **১০টি**।

# লোকসাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

## ❑ মৈমনসিংহ গীতিকার উল্লেখযোগ্য পালাসমূহ:

| পালাসমূহ | রচয়িতা |
|---|---|
| মহুয়া | রচয়িতা দ্বিজ কানাই। ড. সুকুমার সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলোর মধ্যে মহুয়া গাথাটিকে সবচেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম বিবেচনা করেছেন। |
| দেওয়ানা মদিনা | মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত। |
| মলুয়া | রচয়িতা চন্দ্রাবতী। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মহিলা কবি। |
| দস্যু কেনারাম | |
| কমলা | রচয়িতা দ্বিজ ঈশান। |
| কাজলরেখা | এই পালার রচয়িতা অজ্ঞাত। এই পালার কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। |
| কঙ্ক ও লীলা | এর রচয়িতা ৪ জন। যথা – দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া। |
| চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র | রচয়িতা - নয়ানচাঁদ ঘোষ। |
| দেওয়ানা ভাবনা | এই দুটির রচয়িতা অজ্ঞাত। |
| রূপবতী | |

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

## ❑ পূর্ববঙ্গ গীতিকা:

**উল্লেখযোগ্য পালা**

- নিজাম ডাকাতের পালা
- কাফন চোরা
- সুজা তনয়ার বিলাপ
- পরীবানুর হাঁহলা
- চৌধুরীর লড়াই
- নুরুন্নেছা ও কবরের কথা
- কমল সওদাগর
- ভেলুয়া

# POLL QUESTION-01

✪ কার পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসা বিজয়' কাব্য রচনা করেন?

(a) আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

(b) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

(c) কোরেশী মাগন ঠাকুর

(d) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

## ❑ লোককথা/কাহিনি:

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা –

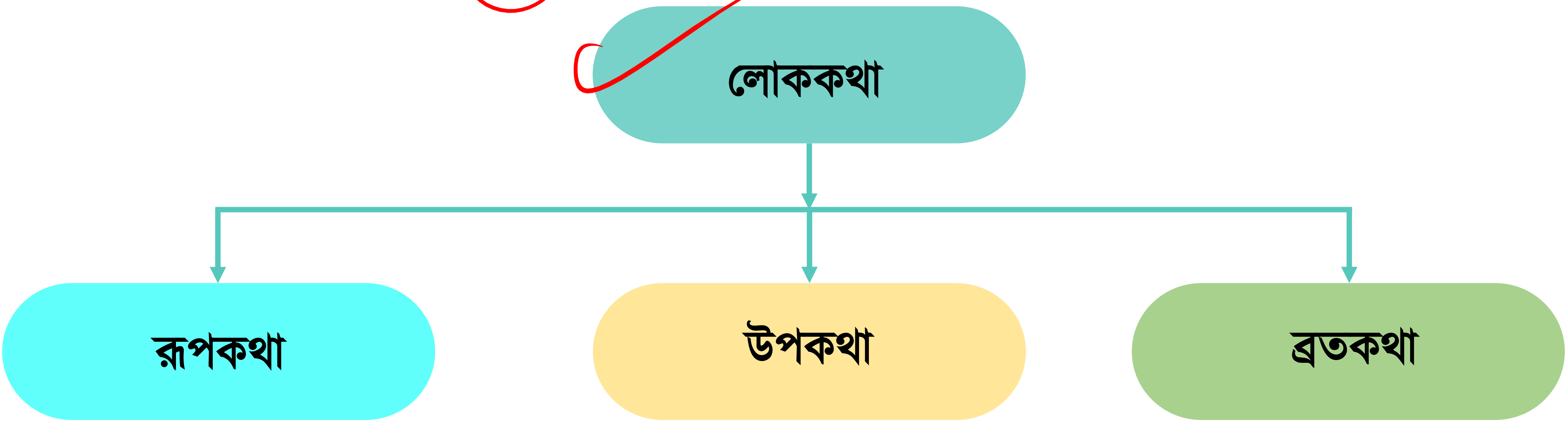

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

## ১. রূপকথা:

- ✓ রূপকথা হলো শিশুতোষ কল্পকাহিনি যেগুলোকে ইংরেজিতে বলে Fairy Tales.
- ✓ বাংলাভাষার রূপকথার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- ✓ তাঁর সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থগুলো হলো – ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে (রসকথা), ঠানদিদির থলে (ব্রতকথা)।
- ✓ তাঁর উপাধি 'কথাসাহিত্য সম্রাট'।
- ✓ ঠাকুরমার ঝুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'ঠাকুরমার ঝুলি হলো বাংলার রস'।

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

২. **উপকথা:** উপকথার কাহিনিগুলো গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে। ঈশপের গল্পগুলো উপকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. **ব্রতকথা:** ব্রতকথার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

❖ **লোকগীতি:**

- পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া
- ভাদু
- ঝুমুর
- উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা
- জাগ
- ভাওয়াইয়া
- পূর্ববঙ্গের জারি
- ঘাটু

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও লোকগীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন–

পটুয়া সঙ্গীতের বিষয়বস্তু – কৃষ্ণলীলা।

রামায়ণ ও ভাদু গানের বিষয় – প্রকৃতি বন্দনা।

গম্ভীরার বিষয়বস্তু – শিব।

ভাওয়াইয়ার বিষয়বস্তু – প্রেম।

সারি, ঘাটু প্রভৃতির বিষয়বস্তু – রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

- **ছড়া:** লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া।

- **প্রবাদ:** প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। যেমন –

**“নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,**
**জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।”**

**অথবা**

**“চিড়া বল পিঠা বল ভাতের মত না,**
**খালা বল ফুফু বল মায়ের মত না।”**

**অথবা**

**“যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পারইতে কতক্ষণ।”**

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

## ❑ ডাকের বচন:

- ✓ জ্যোতিষ শাস্ত্র, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গৃহস্থালি সম্পর্কিত ছড়া ডাকের বচন নামে পরিচিত।
- ✓ চর্যাপদের সাথে আবিষ্কৃত হয়েছিল ‘ডাকার্ণব’ যার অর্থ ‘জ্ঞানসাগর’।

**ডাকের বচনের উদাহরণ:**

**নিয়ড় পোখরী দূরে যায়।**
**পথিক দেখিয়া আউরে চায়**
**পর সম্ভাষে বাটে থিকে।**
**ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টিকে**

# লোকসাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

## খনার বচন:

- ✓ কৃষিজ/কৃষিতত্ত্ব ও আবহাওয়া বিষয়ক উপদেশাত্মক এক প্রকার প্রচলিত ছড়া 'খনার বচন' নামে পরিচিত।
- ✓ ডঃ আবদুর গফুর সিদ্দিকীর মতে, খনার বচনের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

**খনার বচনের উদাহরণ:**

**০১**

খনা ডাক দিয়া বলে।
চিটা দিলে নারিকেল
মূলে\
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা\
নারিকেল গাছে লুনে
মাটি
শীঘ্র শীঘ্র বাধে গুটি\

**০২**

"কলা রোয়ে না
কেটো পাত।
তাতেই কাপড়
তাতেই ভাত\"

**০৩**

"দিনে রোদ রাতে
জল।
তাতে বাড়ে ধানের
বল\"

# POLL QUESTION-02

✪ গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু কী?

(a) সামাজিক রীতিনীতি

(b) রাধাকৃষ্ণের প্রেম

(c) শিব

(d) নীতিকথামূলক

# কবিওয়ালা-শাঁয়ের ও পুঁথিসাহিত্য

## ❑ কবিগান:

- ✓ কবিগানের একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'কবির লড়াই'।
- ✓ দলের দলপতিকে বলা হয় সরকার বা কবিয়াল।
- ✓ সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কবিগানের রচয়িতা ছিল।
- ✓ কবিগানের মুসলিম রচয়িতাদের বলা হয় – শায়ের।
- ✓ কবিগানের রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে পরিচিত – রামবসু, ভোলা ময়রা।

# কবিওয়ালা-শাঁয়ের ও পুঁথিসাহিত্য

## কবিগানের উল্লেখযোগ্য কবি

- নিতাই বৈরাগী
- এন্টনি ফিরিঙ্গি — জাতিতে পর্তুগিজ । তাঁকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র-এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং জাতিস্মর।
- রাসু-নৃসিংহ
- হারু ঠাকুর — শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। তিনি মহারাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।
- গোঁজলা গুই/গোঁজলা পুট — কবিগানের আদি কবি।
- কেষ্টা মুচি
- রামবসু/ রামমোহন বসু
- ভবানী বেনে
- ভোলা ময়রা

# কবিওয়ালা-শাঁয়ের ও পুঁথিসাহিত্য

- রামনিধিগুপ্ত ও টপ্পা গান:- নিধুবাবু বাংলা টপ্পা গানের জনক বা টপ্পার রাজা।

  "নানান দেশের নানান ভাষা,
  বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা" – রামনিধিগুপ্ত।

- টপ্পা গানকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উৎস মনে করা হয়।
- টপ্পার অন্যান্য কবি – কালী মির্জা, শ্রীধর কথক।
- দাশরথি রায় – তিনি পাঁচালীগানের শক্তিশালী কবি। তিনি দাশু রায় নামে পরিচিত।

# কবিওয়ালা-শাঁয়ের ও পুঁথিসাহিত্য

## ❑ পুঁথিসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

| কবি | সাহিত্যকর্ম |
|---|---|
| ফকির গরীবুল্লাহ্ | পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ্। তাঁর কাব্যগুলো হলো– ইউসুফ - জুলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি। |
| সৈয়দ হামজা | তাঁর কাব্যগুলো হলো– আমীর হামজা (শেষ অংশ), মধুমালতী, হাতেম তাঈ, জৈগুনের পুঁথি। |
| মোহাম্মদ দানেশ | নুরুল ইমান, হাতেম তাঈ, চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার। |
| আব্দুল হাকিম ও আব্দুল গফুর | গাজী-কালু চম্পাবতী। এ পুঁথিতে ফকিরদের প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। |

# POLL QUESTION-03

✪ **কবিগানের আদি কবি কে?**

(a) গোঁজলা গুই

(b) হারু ঠাকুর

(c) এন্টনি ফিরিঙ্গি

(d) ভোলা ময়রা

# বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর

(গ) সুলতান বরবক শাহ (ঘ) জমিদার নিজাম শাহ

➲ 'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই' - এর অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল

(গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

➲ পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল? [৪১তম বিসিএস]

(ক) দাশরথি রায় (খ) রামনিধি গুপ্ত (গ) ফকির গরীবুল্লাহ (ঘ) রামরাম বসু

➲ উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তগর্ত নয়? [৪০তম বিসিএস]

(ক) মৈমনসিংহ গীতিকা (খ) ইউসুফ জুলেখা (গ) পদ্মাবতী (ঘ) লাইলী মজনু

# বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) কবিগান (খ) পুঁথি সাহিত্য (গ) নাথ সাহিত্য (ঘ) বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

➲ কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে

(খ) ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে

(গ) সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে

(ঘ) উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

➲ কবি গানের প্রথম কবি কে? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) গোঁজলা পুট [গুই] (খ) হরু ঠাকুর (গ) ভবানী ঘোষ (ঘ) নিতাই বৈরাগী

# আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

## ❑ আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য:

- গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।
- অলৌকিকতা পরিহার করে জীবনমুখী সাহিত্য রচনা।
- ইউরোপীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব।
- মানবতাবোধ, স্বদেশ প্রেম, রোমান্টিকতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ হতে সাহিত্য রচনা প্রভৃতি।

## ❑ গদ্য সাহিত্য:

**বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণ বাংলা গদ্যরীতির স্তরকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন –**

- ✓ **প্রথম স্তর (সূচনা পর্ব):** ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত।
- ✓ **দ্বিতীয় স্তর (উন্মেষ পর্ব):** ১৮০০ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত (শ্রীরামপুর মিশন থেকে বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত)।
- ✓ **তৃতীয় স্তর (অভ্যুদয় পর্ব):** ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ (বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত)।
- ✓ **চতুর্থ স্তর (পরিণতি পর্ব):** ১৮৬৫ থেকে বর্তমান (বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বর্তমান পর্যন্ত)।

# বাংলা গদ্যের নিদর্শন

- ১৫৫৫ সালে আসামরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।
- রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ সালে রচিত এবং ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন বলে উল্লেখযোগ্য।
- মানোএল দা আসসুম্পসাঁও 'Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez; নামে বাংলা ব্যাকরণ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন।
- এটি ১৭৪৩ সালে লিসবন হতে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণটি প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।
- ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ- রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।
- ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় রচিত A Grammar of the Bengal Language বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। এর রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড।

১) শ্রীরামপুর মিশন — ১৮০০ → দিগদর্শন — ১৮১৮, সমাচার দর্পণ — ১৮১৮ → জনক্লার্ক মার্শম্যান

বাইবেলের অনুবাদ → কেরি

২) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ — ১৮০০

King

# শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা

## ❑ শ্রীরামপুর মিশন

- ✓ প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
- ✓ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জন টমাস ও উইলিয়াম কেরি।
- ✓ বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 'Gospel of St. Mathews' অংশের অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার' নামে মুদ্রিত হয়।
- ✓ ১৮০৯ সালে উইলিয়াম কেরির অনূদিত বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়।
- ✓ কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮০১) ও কাশিদাসী মহাভারত (১৮০২) মুদ্রণ করা হয় এ প্রেস থেকেই।
- ✓ চার্লস উইলকিন্সের (বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক) অনুনয়ে পঞ্চানন কর্মকার বাংলা মুদ্রণযন্ত্র তৈরি করেন।
- ✓ ১৮১৮ সালে এই মিশন থেকে দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

# ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

**প্রতিষ্ঠাতা –** লর্ড ওয়েলেসলি।

**প্রতিষ্ঠাকাল –** ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে।

**কার্যক্রম শুরু –** ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর।

**পাঠদান –** বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার পাঠদান হতো।

**চালু ছিল –** ১৮০০ – ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

**অধ্যক্ষ –** উইলিয়াম কেরি।

**উদ্দেশ্য –** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বল্পশিক্ষিত ও নবাগত কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদান।

**বাংলা বিভাগ –** ১৮০১ সালে চালু হয়।

**বিভাগীয় প্রধান –** উইলিয়াম কেরি।

**মোট শিক্ষক –** ৮ জন (উইলিয়াম কেরি বাদে) । ২ জন পণ্ডিত- 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' ও 'রামনাথ বাচস্পতি'। ৬ জন সহকারী পণ্ডিত- রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, পদ্মলোচন চূড়ামনি এবং রাজীব মুখোপাধ্যায়।

# ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

❑ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থ –

| গ্রন্থকার | গ্রন্থাবলি |
|---|---|
| উইলিয়াম কেরি | ১. কথোপকথন (১৮০১)<br>২. ইতিহাসমালা (১৮১২) |
| রামরাম বসু (গদ্য সাহিত্যের প্রথম বাঙালি লেখক।) | ১. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)<br>২. লিপিমালা (১৮০২) (বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য)। |
| গোলকনাথ শর্মা | হিতোপদেশ (১৮০২) |
| মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক বই রচয়িতা) | ১. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)<br>২. হিতোপদেশ (১৮০৮)।<br>৩. রাজাবলি (১৮০৮) – বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।<br>৪. প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)<br>৫. বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) |
| তারিণীচরণ মিত্র | ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) |
| রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় | মহারাজ কৃষচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম (১৮০৫) – ঐতিহাসিক জীবনী। |
| চণ্ডীচরণ মুনশী | তোতা ইতিহাস (১৮০৫) |

# POLL QUESTION-04

✪ বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি?

(a) Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez

(b) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

(c) ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

(d) A Grammer of the Bengal language

# হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

## ❑ হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

- ❖ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ।
- ❖ ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট ডিরোজিওর শিষ্যরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত।
- ❖ এদের মূলমন্ত্র ছিল– আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করা। 'ইয়ং বেঙ্গল' এর মুখপাত্র ছিল ইংরেজি 'এনকোয়ারার' এবং বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা।
- ❖ ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য ছিল– প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কালিপ্রসাদ ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।
- ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তও হেনরি লুই ডিরোজিও ভাবশিষ্য ছিলেন।

# মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি

- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি একটি সামাজিক সংগঠন।
- ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত।

**উদ্দেশ্যঃ**

মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদানে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

# বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ

❖ প্রতিষ্ঠাতা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, মৌলবি আবদুল করিম, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ সহ আরো অনেকে।

❖ প্রতিষ্ঠা ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১।

➢ এই সমিতির পত্রিকা ছিল "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা"।

# ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

* প্রতিষ্ঠা: ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬ সালে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
* শ্লোগান: "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"
* অবদান: 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাতকারী।
* মুখপত্র: 'শিখা' পত্রিকা (১৯২৭)। 'শিখা' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও প্রধান উদ্যোক্তা: আবুল হুসেন।
* কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবুল হুসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান লেখক ছিলেন।

# বাংলা একাডেমি

| | |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) |
| পূর্বনাম | বর্ধমান হাউজ |
| প্রথম সভাপতি | মওলানা আকরম খাঁ |
| প্রথম পরিচালক | ড. মুহাম্মদ এনামুল হক |
| প্রথম মহাপরিচালক | ড. মযহারুল ইসলাম |
| প্রথম মহিলা মহাপরিচালক | ড. নীলিমা ইব্রাহিম |
| বর্তমান মহাপরিচালক | কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা |
| বর্তমান সভাপতি/প্রথম নারী সভাপতি | সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন |
| বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রবর্তন | ১৯৬০ সালে |

# বাংলা একাডেমি

## অভ্যন্তরীণ কাঠামো

বাংলা একাডেমির বিভাগ: ৪টি

- গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
- ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
- পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
- প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

# বাংলা একাডেমি

প্রকাশনা: বাংলা একাডেমি থেকে ছয়টি পত্রিকা ও সাময়িকী বের হয়। যথা –

- **উত্তরাধিকার** – প্রথমে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও ২০০৯ সাল থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- **বাংলা একাডেমি পত্রিকা** – বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা (ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক)।
- **বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা** – ষান্মাসিক, বিজ্ঞান গবেষণামূলক।
- **ধান শালিকের দেশ** – ত্রৈমাসিক, কিশোর সাহিত্যমূলক।
- **বার্তা** – বর্তমানে এটি অনিয়মিত প্রকাশনা।
- **The Bangla Academy Journal** – ষান্মাসিক, গবেষণামূলক, ইংরেজি ভাষায়।

## ❑ পুরস্কার প্রদান

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ভাষার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার। এটি ছাড়াও বাংলা একাডেমি কয়েকটি পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এগুলো হলো:

- ❑ রবীন্দ্র পুরস্কার।
- ❑ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার: ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রবর্তক চিত্তরঞ্জন সাহার নামে একটি পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ❑ সরদার জয়েনউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার: অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্টল ও অঙ্গসজ্জার জন্য দেয়া হয় 'সরদার জয়েনউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার'।
- ❑ পলান সরকার স্মৃতি পুরস্কার: - অমর একুশে গ্রন্থমেলায় সর্বাধিক গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সেরা ক্রেতাকে দেয়া হয় 'পলান সরকার পুরস্কার'।
- ❑ মোহাম্মদ নুরুল হক গ্রন্থ– সুহৃদ পুরস্কার।

# বাংলা একাডেমি

## ❑ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২

বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৬০ সালে প্রবর্তন করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

**এবছর (২০২২) -এ পুরস্কার পাচ্ছেন ১৫ জন:-**

| | | |
|---|---|---|
| ❖ কবিতায় | : | ফারুক মাহমুদ ও তারিক সুজাত। |
| ❖ কথাসাহিত্যে | : | তাপস মজুমদার ও পারভেজ হোসেন। |
| ❖ প্রবন্ধ/গবেষণায় | : | মাসুদুজ্জামান। |
| ❖ অনুবাদে | : | আলম খোরশেদ। |
| ❖ নাটকে | : | মিলন কান্তি দে ও ফরিদ আহমদ দুলাল। |
| ❖ শিশুসাহিত্যে | : | ধ্রুব এষ। |
| ❖ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় | : | মুহাম্মদ শামসুল হক। |
| ❖ বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় | : | সুভাষ সিংহ রায়। |
| ❖ বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞানে | : | মোকারম হোসেন। |
| ❖ আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনিতে | : | ইকতিয়ার চৌধুরী। |
| ❖ ফোকলোরে | : | আবদুল খালেক ও মুহম্মদ আবদুল জলিল। |

# বাংলা একাডেমি

## ❑ প্রকাশিত অভিধানসমূহ

| প্রকাশিত অভিধান | সম্পাদক |
|---|---|
| বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান | ড. আহমদ শরীফ |
| বাংলা একাডেমি ইংরেজি বাংলা অভিধান | জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী |
| প্রমিত বাংলা অভিধান | জামিল চৌধুরী |
| ঐতিহাসিক অভিধান | মনজুরুল রহমান |
| সমকালীন বাংলা অভিধান | আবু ইসহাক |

# বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

❑ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

❖ ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ ২০০৩ সালে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় এখান থেকে ১০ খণ্ডের বাংলা Encyclopedia প্রকাশিত হয়।

# POLL QUESTION-05

✪ 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন?

(a) উইলিয়াম কেরি

(b) ডিরোজিও

(c) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(d) প্যারীচাঁদ মিত্র

# বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও (খ) রাজা রামমোহন রায়
(গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

➲ নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) কাজী আব্দুল ওদুদ (খ) এস ওয়াজেদ আলি
(গ) আবুল ফজল (ঘ) আবদুল কাদির

➲ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়- [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ (খ) ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬
(গ) ১৯ মার্চ ১৯২৬ (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯২৭

➲ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর

➲ কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) রামরাম বসু (গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

# বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ গ্রন্থটির প্রণেতা– [৩৬তম বিসিএস]
  (ক) উইলিয়াম কেরি (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) হরপ্রসাদ রায়
- ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
  (ক) বঙ্গদূত (খ) জ্ঞানান্বেষণ (গ) জ্ঞানাঙ্কুর (ঘ) সংবাদ প্রভাকর
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]
  (ক) উইলিয়াম কেরি (খ) লর্ড ওয়েলেসলি (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ঘ) রামরাম বসু
- বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
  (ক) প্রভু যিশুর বাণী (খ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
  (গ) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (ঘ) মিশনারি জীবন
- বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [২৯তম বিসিএস]
  (ক) ১৯৫৫ খ্রি. (খ) ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ (গ) ১৯৫২ খ্রি. (ঘ) ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
- ইয়ং বেঙ্গল কি? [২৮তম বিসিএস]
  (ক) বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ (খ) ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক
  (গ) একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম (ঘ) একটি সাময়িক পত্রের নাম

# BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়


Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy